রমযানে

মুমিনের করণীয় ও বর্জনীয়

রমযানে

মুমিনের করণীয় ও বর্জনীয়

মূল: শাইখ সালেহ ইবন ফাওযান আল-ফাওযান

অনুবাদ

মিজানুর রহমান ফকির

সম্পাদনা

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

রমযানে

মুমিনের করণীয় ও বর্জনীয়

মূল: শাইখ সালেহ ইবন ফাওযান আল-ফাওযান
অনুবাদ: মিজানুর রহমান ফকির
সম্পাদনা: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

প্রকাশক: মোহাম্মাদ আমজাদ হোসেন

প্রকাশনায়
কাশফুল প্রকাশনী
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০,
ফোন: +৮৮ ০১৭৩১০১০৭৪০, +৮৮ ০১৯১৮৮০০৮৪৯।

প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২২ ইং

অনলাইন পরিবেশনায় :

www.rokomari.com, www.wafilife.com

ISBN: 978-984-96684-1-1

গ্রন্থসজ্জা: বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা। ০১৭১৫-৭৬৪৯৯৩
প্রচ্ছদ : মোঃ ইয়াসির আরাফাত

মূল্য : ২৩০ [দুইশত ত্রিশ] টাকা মাত্র

WHAT A BELIEVER SHOULD DO AND AVOID IN RAMADAN by Shaykh Saleh Ibn Fawjan Al-Fawjan. Translated by Mizanur Rahman Fakir. Edited by Associate Professor Dr. Mohammad Manzur-E-Elahi. Published by Kashful Prokashoni. 34 Northbrok hall road, Madrasah Market (2nd flour) Bangla Bazar, Dhaka-1100, Mobile : +8801731010740, E-mail: kashfulprokashoni@gmail.com.

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ---------- ০৯
সম্পাদকীয় বার্তা ---------- ১১
অনুবাদকের কথা ---------- ১৩
ভূমিকা ---------- ১৭
প্রথম পাঠ : উম্মতের ওপর মাহে রমযানের সিয়াম কখন ফরয হয়? ---------- ১৯
দ্বিতীয় পাঠ : বরকতময় রমযান মাস নিশ্চিতকারী বিষয় ---------- ২৪
তৃতীয় পাঠ : মাহে রমযানের ফযীলত ---------- ৩১
চতুর্থ পাঠ : রমযানের মূল্যবান মুহূর্তগুলো কী কী কাজে ব্যয় করা উচিৎ ---------- ৩৬
পঞ্চম পাঠ : সিয়ামের শুরু ও শেষ সময় ---------- ৪১
ষষ্ঠ পাঠ : সিয়ামের ক্ষেত্রে নিয়তের বিধান ---------- ৪৬
নিয়ত করার সময় ---------- ৪৭
নফল সিয়ামের নিয়ত ---------- ৪৯
সপ্তম পাঠ : যাদের ওপর রমযানের সিয়াম ওয়াজিব ---------- ৫২
অষ্টম পাঠ : ওযরের কারণে যাদের ওপর রমযানের সিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয এবং তাদের করণীয়---------- ৫৭
যেসব ওযরের কারণে সাওম ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে ---------- ৫৮
দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ, অতি বৃদ্ধ, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়ের সাওম ভঙ্গের দলীল ---------- ৬২
নবম পাঠ : সিয়ামের ফযীলত ---------- ৬৩
সাওমের বৈশিষ্ট্য ---------- ৬৪
দশম পাঠ : সিয়ামের উপকারিতা ---------- ৭০
তাক্ওয়ার অর্থ ---------- ৭১
একাদশ পাঠ : সিয়ামের আদবসমূহ ---------- ৭৪
দ্বাদশ পাঠ : সিয়াম পালনকারীর জন্য যেসকল কাজ হারাম------ ৭৯

গীবত কী? ---------- ৮২
ত্রয়োদশ পাঠ : সিয়াম পালনকারীর জন্য যা করা অপছন্দীয় ------ ৮৫
চৌদ্দতম পাঠ : সাওম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ [১] ---------- ৮৯
সাওম বিনষ্টকারী এবং কাযা ওয়াজিবকারী বিষয়সমূহ ---------- ৯০
পনেরতম পাঠ : সাওম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ [২] ---------- ৯৩
ষোলতম পাঠ : সাওম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ [৩] ---------- ৯৭
সতেরতম পাঠ : কাযা সিয়াম আদায় সংক্রান্ত বিধি-বিধান-------- ১০৩
আঠারতম পাঠ : কাযা সাওমের বিধি-বিধান ---------- ১০৭
ঊনিশতম পাঠ : তারাবীহ এর সালাত ও তার বিধি-বিধান ----- ১১২
তারাবীহ এর রাকাত সংখ্যা---------- ১১৪
বিশতম পাঠ : কুরআন শিক্ষা ও তিলাওয়াতে উৎসাহ প্রদান
বিশেষ করে এই বরকতময় মাসে ---------- ১১৭
একুশতম পাঠ : যাকাত ও তার বিধি-বিধান ---------- ১২২
যাকাত না দেয়ার ক্ষতিসমূহ ---------- ১২৪
বাইশতম পাঠ : যেসব জিনিসের ওপর যাকাত ওয়াজিব এবং
তার পরিমাণ---------- ১২৮
প্রথম প্রকার: স্বর্ণ-রৌপ্য ---------- ১২৮
দ্বিতীয় প্রকার: ব্যবসার সম্পদ ---------- ১২৯
তেইশতম পাঠ : যাকাতের আরও কিছু বিধি-বিধান ১৩৪
যাকাত বন্টনের ক্ষেত্রসমূহ ---------- ১৩৫
চব্বিশতম পাঠ : রমযানের শেষ দশকে অধিক পরিমাণে ইবাদত
করার প্রতি উৎসাহ প্রদান ---------- ১৩৮
পঁচিশতম পাঠ : ইতেকাফের বর্ণনা ---------- ১৪২
ইতেকাফের পরিচয় ---------- ১৪২
ইতেকাফের শর্ত ---------- ১৪৪
ছাব্বিশতম পাঠ : লাইলাতুল কদরের মর্যাদা ও তাতে অধিক
পরিমাণ ইবাদতের প্রতি উৎসাহ প্রদান ---------- ১৪৭

লাইলাতুল কদর নামকরণের কারণ ---------- ১৪৯
লাইলাতুল কদর গোপন রাখার মাহাত্ম ---------- ১৫০
সাতাইশতম পাঠ: রমযানের শেষাংশে করণীয় ---------- ১৫২
আঠাইশতম পাঠ : রমযান শেষে শরী'আত অনুমোদিত করণীয় কাজসমূহ---------- ১৫৭
ঈদ নামকরণের কারণ ---------- ১৫৮
ঊনত্রিশতম পাঠ : সদকাতুল ফিতরের বিধি-বিধান---------- ১৬১
সদকাতুল ফিতর আদায় করার স্থান ---------- ১৬২
সদকাতুল ফিতর আদায়ের সময় ---------- ১৬২
সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ---------- ১৬৩
নগদ অর্থ দিয়ে সদকাতুল ফিতর আদায় না হওয়ার কারণসমূহ -- ১৬৩
ত্রিশতম পাঠ : রমযান শেষে মুসলিমদের করণীয় ---------- ১৬৬

“রমযান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে।”

[সূরা আল-বাকারা: ১৮৫]

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যার অফুরন্ত নি'আমতে সকল ভালো কাজ সম্পন্ন হয়। যিনি রমযানকে শ্রেষ্ঠ মাস বানিয়েছেন এবং সে সমস্ত ভালো কাজের প্রতিদান বাড়িয়ে দিয়েছেন মুমিনদের প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করতে এবং অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে তাঁর প্রিয় বান্দা হিসেবে পরিগণিত হওয়ার জন্য। ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মোহ থেকে আখেরাতমুখী করতে, মুসলিমদের জীবনে সম্প্রীতি ও সহানুভূতি জাগাতে আসে সিয়ামের মাস রমযান।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]

"হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন কর।" [সূরা আল-বাকারা: ১৮৩]

রমযান এমন এক মাস যখন মুমিন বান্দার ওপর শয়তানী প্রবৃত্তির আক্রমণ কম হয়, রাত-দিন হৃদয়-মন নরম থাকে। একজন দেখা যায় তার গুনাহের জন্য ক্ষমা চাইছে, আরেকজন আনুগত্যের তাওফীক প্রার্থনা করছে। তৃতীয়জনকে দেখা যায় আল্লাহর শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে, চতুর্থজন ভালো কাজের ফলাফল সুন্দরভাবে পাওয়ার আশা করছে, পঞ্চমজনকে দেখা যায় তার প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করছে। তিনিই মহান যিনি তাদেরকে তাওফীক দেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এই বরকতময় মাসের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে অনেক লোক এমন আছে যারা এ সমস্ত কাজ থেকে দূরে অবস্থান করছে।

আবার অনেক মুমিন বান্দা এমনও রয়েছে যারা সমগ্র রমযান কঠোর পরিশ্রম করছে কিন্তু তার আমলগুলো আল্লাহর রাসূলের নির্দেশিত পথ ও মত থেকে ভিন্ন হওয়ার কারণে রমযানের প্রাপ্তি থেকে হয়ে যায় বঞ্চিত।

এসব দিক বিবেচনা করে শাইখ সালেহ ইবন ফাওযান আল-ফাওযানএর إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان কিতাবটি 'রমযানে মুমিনের করণীয় ও বর্জনীয়'নামে অনুবাদ করেছেন প্রিয় ভাই মিজানুর রহমান ফকির। যাতে সম্পাদনার চোখ বুলিয়েছেন বাংলাদেশের অন্যতম স্কলার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর সহযোগী অধ্যাপক শাইখ ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী হাফিযাহুল্লাহ।

একজন মুসলিমকে রমযানের প্রতিটি আমল ধারাবাহিকভাবে করার জন্য বইটি অগ্রণী ভুমিকা পলন করবে বলে আমি আশাকরি, ইনশাআল্লহ। সহসাই এ মাস আমাদের থেকে বিদায় নিবে তখন আমাদের জীবনে যদি রমযানের বিশেষ নেক আমলগুলো চালু রাখা যায় তাহলেই হতে পারব আমরা প্রডাক্টিভ মুসলিম।

পরিশেষে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টার পরও কোনো ভুল পাঠক মহলের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোদন করার সুযোগ পাবো, ইনশাআল্লাহ।

সর্বশেষ এই বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত সকলের জন্য উত্তম জাযা কামনা করছি একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা আল্লাহর কাছেই।

মা'আস্‌সালাম

মোহাম্মাদ আমজাদ হোসেন

সম্পাদকীয় বার্তা

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ:

মাহে রমযান মিল্লাতে মুসলিমার আত্মশুদ্ধির মাস। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র এগারো মাস ধরে চলে আসা নানা অনিয়ম আর রবের দাসত্বে ত্রুটির সংশোধন করার মাস। এটি ঈমান ও ইখলাসের নবায়ন এবং তাকওয়া, রহমত ও বরকতের মাস। এ মাস রবের কাছে নিজের সবটুকু অসহায়ত্ব পেশ করে মুক্তি নিশ্চিত করণের মাস। এক কথায় বলতে গেলে এ মাস সার্বিক পরিশুদ্ধি অর্জনের মাস। যেখানে মহান আল্লাহ নিজ বান্দাদের সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দয়ার চাদরে আবৃত করে নেয়ার লক্ষে প্রচুর উপঢৌকন দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতে মুসলিমার প্রতি তাঁর নিঃসার্থ ভালোবাসা আর দরদের অসংখ্য প্রমাণ কুরআন-সুন্নাহর পাতায় পাতায় পরিলক্ষিত হয়। রমযানের মতো ইবাদত ও পাপমুক্তির মাসেও যদি কেউ নিজেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের দলে শামিল করতে না পারে তার ব্যাপারে সেই দরদী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও ধ্বংসের দুঃসংবাদ প্রদান করেছেন।

তাইতো এ বরকতময় মাসের যথাযথ কর্মপন্থা এবং সময় ব্যবস্থপনা নিশ্চিত করার জন্য কখন, কীভাবে, কী করণীয় ও বর্জনীয় সে ব্যাপারে সম্যক ধারণা লাভ একান্ত আবশ্যক। সে আবশ্যকীয় চাহিদা পূরণের মানসেই শাইখ সালেহ ইবন ফাওযান আল-ফাওযান إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان কিতাবটি রচনা করেছেন, যাতে একজন মুসলিমের পুরো রমযান কীভাবে ও কোন ইবাদত করবে এবং কী করবে না

তার দিক-নির্দেশনা বিশদভাবে তথ্যসহ উপস্থাপন করেছেন। আর অতিব প্রয়োজনীয় এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় "রমযানে মুমিনের করণীয় ও বর্জনীয়" নামে অনুবাদ করেছেন জনাব মিজানুর রহমান ফকির। আমি তার অনূদিত গ্রন্থটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছি ও প্রয়োজনীয় সংশোধন দিয়েছি। আশা করছি গ্রন্থটি পাঠে পাঠকমহল উপকৃত হবেন-ইনশাআল্লাহ।

আমি মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দেয়া পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের জন্য এটিকে নাজাতের যরী'আহ হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন।

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ:

রমযান, মুসলিম উম্মাহর মুক্তির বার্তাবাহী মাস। এ মাসে সারা বছরের কালিমা ধুয়ে-মুছে নব উদ্যোম নিজেদেরকে পাক-পবিত্র এবং প্রস্ফুটিত করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হয়। হাদীসের ভাষ্যমতে মুমিন বান্দাদের জন্য এ মাসের মতো উৎকৃষ্ট আর কোনো মাস অতিবাহিত হয় না। এ মাসে রয়েছে সাওম পালনের মতো মনোদৈহিক উৎকর্ষ সাধনের ইবাদত যা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। এর প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ নিজ হাতে প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। এ মাসে কুরআনুল কারীম নাযিল হয়েছে। এ মাসে মুমিন বান্দাদের রহমতের চাদরে এমনভাবে ঢেকে রাখা হয়, বনী আদমের সবচেয়ে বড় শত্রু শয়তান পর্যন্ত সরাসরি কোনো প্রকার ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে মুসলিম জীবনে এটি ইবাদতের এক মহা উৎসব হিসেবে উদিত হয়। কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে-

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ١٨٥]

"রমযান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে।" [সূরা আল-বাকারা: ১৮৫] এ মাসের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ»

"রমযান- বরকতময় মাস তোমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পুরো মাস সিয়াম পালন করা তোমাদের জন্য ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজাগুলো। দুষ্ট শয়তানদের এ মাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেয়া হয়। এ মাসে আল্লাহ কর্তৃক একটি রাত প্রদত্ত হয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো, সে বঞ্চিত হলো (মহা কল্যাণ থেকে)।" [নাসায়ী: ২১০৬]

এ মাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল রয়েছে, যেগুলো পালন করার মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের জন্য জান্নাতের পথকে সুগম করতে পারি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি। আর কোনো বিষয়ে পরিপূর্ণ সফলতা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে সেই বিষয়ের আলোকে সম্যক ধারণা সঞ্চয় ও প্রস্তুতি গ্রহণ। ঠিক এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই শাইখ সালেহ ইবন ফাওযান আল-ফাওযান মুসলিম উম্মাহর রমযান উদযাপনের তথ্যবহুল দিক নির্দেশনাসহ إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان কিতাবটি রচনা করেছেন। এতে সিয়ামের বিধানাবলিসহ, এর অপরিমেয় উপকারিতা এবং সাওম বিনষ্টকারী জিনিস ও ভঙ্গ করা জায়েয সম্পর্কিত লোকদের শ্রেণিবিভাগের ব্যাখ্যা রয়েছে। পাশাপাশি যাকাত সম্পর্কেও কিঞ্চিত আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিমদের সুবিধার্থে সেই গ্রন্থটিকে আমি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়াস চালিয়েছি। এর নাম দিয়েছি 'মাহে রমযানে মুমিনের করণীয় ও বর্জনীয়'। লেখকের মৌলিকত্ব ঠিক রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি আপনাদের সামনে উপস্থান করার চেষ্টা করেছি। তথাপি কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের

জানালে কৃতজ্ঞ হবো।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মুফতী সাইফুল ইসলামকে যিনি অনুবাদে বিভিন্ন স্থানে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জানাই ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী (হাফিযাহুল্লাহ) কে, যিনি খুবই ব্যতিব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার অনুবাদ কর্মটি দেখে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এ গ্রন্থের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত সকলের মুক্তির উসীলা হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন।

মিজানুর রহমান ফকির
ফকিরের বাজার, বারহাট্ট, নেত্রকোণা।
তারিখ : ০৩-০৪-২০২২ ইং।

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ شَرَعَ لِعِبَادِهِ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَعَلَهُ أَحَدَ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَنْ صَلَّى وَصَامَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ، وَبَعْدُ:

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দাদের জন্য মাহে রমযানের সিয়াম ফরয করেছেন এবং এটিকে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভে পরিণত করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি সালাত ও সিয়াম আদায়কারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। সেই সাথে সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পাক-পবিত্র ও সম্মানিত পরিবার ও সকল সাহাবীগণের ওপর।

অতঃপর...

এ মাসকে আল্লাহ তা'আলা বরকতময় মাস বলে অভিহিত করেছেন। এ মাসের রয়েছে বিশাল মর্যাদা ও ফযীলত। রয়েছে বিশেষ বিশেষ আমল। এ মাসকে কেন্দ্র করে মহান আল্লাহ প্রতিটি ঈমানদারের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের সুযোগ অবারিত করে দিয়েছেন। সে দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়েকটি পাঠে বিভক্ত করে এ নিবন্ধটি সাজিয়েছি। প্রত্যেক মুসলিম যাতে এ মাসের মহা মূল্যবান প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে প্রতিশ্রুত প্রতিদান অর্জনে উদ্যোগী হয় এবং চেষ্টা-শ্রমের সবটুকু নিংড়ে দেয়, সেভাবে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি পাবে সে আশায় রমযানের

ফযীলত ও মর্যাদার আলোচনাও যুক্ত করে দিয়েছি। প্রাসঙ্গিক ভাবনায় সিয়াম ও তারাবীহ সংক্রান্ত কিছু ফিকহী মাসআলা-মাসায়েলও উল্লেখ করেছি। সবকিছুর মূলে রয়েছে আমার নিজেকে এবং অপরাপর সকল মুসলিম ভাইকে সচেতন করা ও মহান আল্লাহ ও আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া।

হে আল্লাহ! আপনি এর দ্বারা লেখক, পাঠক ও শ্রোতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উপকৃত করুন। যাবতীয় ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে দিন এবং সবদিক থেকে তা কবুল করে নিন।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ

- লেখক
৯ সফর ১৪০৮ হিজরী

প্রথম পাঠ

উম্মতের ওপর মাহে রমযানের সিয়াম কখন ফরয হয়?

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِيْنَ، شَرَعَ الصِّيَامَ لِتَطْهِيْرِ النُّفُوسِ مِنَ الآثَامِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ صَلَّى وَصَامَ. وَدَاوَمَ عَلَى الْخَيْرِ وَاسْتَقَامَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ اقْتَدَى بِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدُ:

সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর জন্য, যিনি গুনাহ থেকে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য সিয়ামকে ফরয করেছেন এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, যিনি সালাত ও সিয়াম আদায়কারীদের মধ্যে সর্বোত্তম, যিনি সর্বদা কল্যাণের ওপর আছেন এবং থাকবেন, আর তাঁর পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথী ও বিচার দিবস পর্যন্ত যারা তাঁকে অনুসরণ করবে তাদের ওপর।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]

“হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্ওয়ার অধিকারী হতে পার।” [সূরা আল-বাকারা: ১৮৩]

উল্লিখিত আয়াতসহ পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা সিয়াম প্রসঙ্গে বলছেন যে, সিয়াম এ উম্মতের ওপর ফরয করা হয়েছে, যেমন

তা পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর ফরয করা হয়েছিল। সুতরাং সিয়াম এ উম্মত ও পূর্ববর্তী উম্মত উভয়ের ওপরই ফরয।

এ আয়াতের তাফসীরে কতিপয় আলেম বলেন, সিয়াম নামক মহান ইবাদতটি আদম 'আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে শেষ যমানা (সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সকল নবী ও উম্মতের ওপর ফরয করা হয়েছে।

আল্লাহ বিষয়টি কুরআনে কারীমে আলোচনা করেছেন। এর তাৎপর্য হচ্ছে, কঠিন একটি বিষয় যদি ব্যাপকতা লাভ করে তাহলে তার বাস্তবায়ন সহজ হয়ে যায় এবং মানসিক প্রশান্তিও লাভ হয় অধিক।

সুতরাং সিয়াম সকল উম্মতের ওপর ফরয। যদিও সময় ও ধরনে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

সাঈদ ইবন জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

كَانَ صَوْمُ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْعَتَمَةِ إِلَى اللَّيْلَةِ الْقَابِلَةِ، كَمَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ.

"পূর্ববর্তী যুগে সাওমের নির্ধারিত সময় ছিল ইসলামের শুরু যুগের ন্যায় আতামাহ (আঁধার) থেকে নিয়ে পরবর্তী রাত পর্যন্ত।"[১]

ইমাম হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

كان صوم رمضان واجبا على اليهود، لكنهم تركوه وصاموا يوما من السنة زعموا أنه يوم غرق فرعون وكذبوا في ذلك، فإن ذلك اليوم يوم عاشوراء.

"রমযানের সিয়াম ইয়াহূদীদের ওপর ফরয ছিল। কিন্তু তারা তা ছেড়ে দিয়েছে এবং বছরে কেবল এক দিনের সিয়াম পালন করেছে। তারা ধারণা করত, এ দিনটিতে ফির'আউনের সলিল সমাধি ঘটেছে। তবে তারা এ ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে। কারণ, সে দিনটি ছিল, আশুরার দিন।"

১. তাফসীরে বাগভী (১/১৯৫)।

সাওম খ্রিষ্টানদের ওপরও ফরয ছিল। দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত তারা তা নিয়মিত পালনও করে। কিন্তু কিছুকাল পর সিয়ামের নির্ধারিত সময়টি প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে এসে পড়ে। ফলে তীব্র গরম সিয়াম পালনে তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দিকে সফর ও রোজগার কঠিন হয়ে যায়। এ নিয়ে তারা পরামর্শ সভার আয়োজন করে। ধর্মযাজক ও নেতৃবর্গের সম্মতিতে শীত ও গরমের মাঝামাঝি মৌসুম-বসন্তকালে সিয়াম পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, এখন থেকে সিয়ামের এ সময়টি অপরিবর্তিত থাকবে। অতঃপর তারা বলল: শরী'আত প্রবর্তিত সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনার কাফফারাস্বরূপ নির্ধারিত ত্রিশ দিনের সাওমের সাথে আরও দশ দিন বাড়িয়ে চল্লিশ দিন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ অর্থাৎ সিয়ামের মাধ্যমে যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার। দেখা যাচ্ছে, সিয়ামের মাঝে নিজেকে দমন ও কাম-রিপুর অপ-অভিলাষকে চূর্ণ করার বিষয়টি বিদ্যমান। তাই সাওম তাক্ওয়া সৃষ্টিতে ফলদায়ক ভূমিকা রাখে। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾

"এগুলো গোনা কয়েক দিন।" [সূরা আল-বাকারা: ১৮৪] কেউ কেউ বলেছেন, এগুলো রমযানের বাইরের দিন। আর তা ছিল তিনদিন। আর কেউ কেউ বলেছেন, এগুলো রমযানের দিন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এগুলোর উল্লেখ এমন এক আয়াতে করেছেন যার পরেই বর্ণিত হয়েছে ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ [সূরা আল-বাকারা: ১৮৫]

শরী'আত বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ইসলামের শুরুতে মুসলিমদেরকে সিয়াম ও ফিদ্ইয়া এর যেকোনো একটি বেছে নেয়ার সুযোগ ছিল। এ ব্যাপারে তারা স্বাধীন ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤]

"আর যাদের জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্ইয়া- একজন মিসকিনকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার জন্য কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর।" [সূরা আল-বাকারা: ১৮৪]

অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করে সিয়াম সকলের জন্য আবশ্যিক করে প্রদত্ত স্বাধীনতাকে রহিত করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী:

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: ١٨٥]

"কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।" [সূরা আল-বাকারা: ১৮৫]

এর হিকমত হচ্ছে, বিধান প্রবর্তনে উম্মতের প্রতি সহজীকরণ ও ক্রমান্বয়িক নীতি পরিগ্রহণ। কারণ সিয়াম একটি কষ্টসাধ্য ইবাদত। মুসলিমরা আগে থেকে এ ব্যাপারে খুব একটা অভ্যস্ত ছিল না। যদি সূচনাতেই এটি তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হতো তাহলে ব্যাপারটি তাদের জন্য কঠিন হয়ে যেত। তাই প্রথমে সিয়াম ও ফিদ্য়ার মাঝে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যখন তাদের বিশ্বাস মজবুত হয়েছে, মানসিক অবস্থা স্থিরতা লাভ করেছে এবং ধীরে ধীরে সিয়ামের অভ্যাস গড়ে উঠেছে তখন (স্বাধীনতা উঠিয়ে নিয়ে) কেবল সিয়ামকে আবশ্যিক করা হয়েছে। কঠিন ও কষ্টসাধ্য বিধি-বিধানের ব্যাপারে ইসলামে এর বহু নজির বিদ্যমান। একে পরিভাষায় ক্রমান্বয়ে প্রবর্তন বলা হয়। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, সিয়াম পালনে সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে এ আয়াত রহিত। আর বার্ধক্য কিংবা আরোগ্য লাভের সম্ভাবনাহীন অসুস্থতার কারণে অক্ষম লোকের পক্ষে রহিত হয়নি। তারা প্রতি দিনের সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাবার দানের বিনিময়ে সাওম পালন হতে অব্যহতি লাভ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এজন্য তাদের কাযাও করতে হবে না।

তবে সুস্থ হওয়ার আশা আছে এমন অসুস্থ ব্যক্তি কিংবা সফর জনিত অসুবিধার কারণে সাওম পালনে সাময়িক অক্ষম ব্যক্তিরা এ ছাড়ের

আওতাভুক্ত হবে না। সাওমের আবশ্যিকতা তাদের ওপর বলবৎ থাকবে। সাময়িক অসুবিধার কারণে সময়মত সিয়াম পালন করতে না পারলেও পরে কাযা করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ﴾ [البقرة: ١٨٥]

"কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ কিংবা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।" [সূরা আল-বাকারা: ১৮৫]

রমযান মাসের সিয়াম দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বমোট নয়টি রমযানের ফরয সিয়াম পালন করেছেন।

রমযান মাসের সিয়াম অবশ্য পালনীয় ও ইসলামের একটি রুকন। এর আবশ্যকীয়তাকে অস্বীকারকারী শরী'আতে কাফের হিসেবে গণ্য। যে ব্যক্তি ফরয বলে স্বীকার করে বিনা ওজরে পালন না করে সে গুরুতর পাপী হিসেবে বিবেচিত হবে। এসব লোকদের শাস্তি বিধান ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। আর তাদের করণীয় হচ্ছে তাওবা করা এবং ছেড়ে দেয়া সিয়ামগুলোর কাযা করে নেয়া।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ

দ্বিতীয় পাঠ

বরকতময় রমযান মাস নিশ্চিতকারী বিষয়

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ. وَبَعْدُ:

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীগণের ওপর। অতঃপর...

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।” [সূরা আল-বাকারা: ১৮৫]

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা রমযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, এককথায় পূর্ণ মাসের সিয়ামকে আবশ্যিক করেছেন।

রমযান মাসের সূচনা সম্পর্কে দুটি বিষয়ের যেকোনো একটির মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়:

প্রথম বিষয়:

চাঁদ দেখতে পাওয়া: ইমাম বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস বিশারদগণ ইবন ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ»

"যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন সাওম রাখবে, আবার যখন তা দেখবে তখন ইফতার করবে। আর যদি আকাশ মেঘলা থাকে তবে সময় হিসেব করে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে।"[২]

ইমাম আহমদ ও ইমাম নাসায়ী রাহিমাহুমাল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ»

"চাঁদ না দেখে তোমরা সাওম রাখবে না, আবার চাঁদ না দেখে ইফতার (সাওম ভঙ্গ) করবে না।"[৩]

ইমাম ত্বাবরানী রাহিমাহুল্লাহ তালক্ব ইবন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন,

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ هَذِهِ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»

"আল্লাহ তা'আলা এ চাঁদসমূহকে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারক হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তোমরা তা দেখতে পেলে সাওম পালন করবে, আবার দেখতে পেলে ভঙ্গ (ইফতার) করবে।"[৪]

ইমাম হাকেম রাহিমাহুল্লাহ ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন,

---

২. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ১৯০০; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১০৮১; নাসায়ী, আস-সুনান, হাদীস নং ২১২০; ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ১৬৫৪।

৩. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ১৯০৬; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১০৮০; নাসায়ী, আস-সুনান, হাদীস নং ২১২১; আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৫২৯৪।

৪. ত্বাবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং ৮২৩৭।

«إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ، فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»

"আল্লাহ তা'আলা চাঁদসমূহকে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারক বানিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তা দেখে সাওম রাখবে, আবার তা দেখেই সাওম ভঙ্গ করবে।"[৫]

উদ্ধৃত হাদীসসমূহে রমযানের সাওমের আবাশ্যকীয়তাকে চাঁদ দেখার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। চাঁদ দেখা গেলে সাওম রাখতে বলা হয়েছে। আর না দেখে সাওম রাখতে বারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা চাঁদসমূহকে মানবজাতির জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারক সাব্যস্ত করেছেন। চাঁদের মাধ্যমে তারা নিজেদের ইবাদত-বন্দেগী ও লেন-দেনের সময় সম্বন্ধে অবহিত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩]

"লোকেরা আপনার কাছে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, 'এটা মানুষ এবং হজের জন্য সময়-নির্দেশক'।" [সূরা আল-বাকারা: ১৮৯]

এটি বান্দাদের প্রতি মহা করুণাময় আল্লাহর বিশেষ রহমত এবং তাদের তরে সহজীকরণ। তিনি সিয়ামের আবশ্যকীয়তাকে এমন সুস্পষ্ট বিষয় ও বাহ্য নিদর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন, যে কেউ তা অনুধাবন করতে পারবে আপাত দৃষ্টিতে নিতান্ত অনায়াসে। চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তিকেই নিজ চোখে দেখতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। কিছু লোক বরং ক্ষেত্র বিশেষে একজন দেখলেই সকলের তরে সিয়াম পালন আবশ্যিক হয়ে যাবে।

ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، يَعْنِي هِلَالَ

৫. হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, হাদীস নং ১৫৩৯; আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১০৪৫০; দারাকুতনী, আস-সুনান, হাদীস নং ২১৭৫; আবদুর রাজ্জাক, আল-মুসান্নাফ, হাদীস নং ৭৩০৬। ইমাম হাকেম একে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম যাহাবী এর সমর্থন করেছেন।

رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا»

"এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি রমযানের চাঁদ দেখেছি। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় বললেন: তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন: হে বিলাল! লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও তারা যেন আগামীকাল থেকে সাওম রাখে।"[৬]

অনুরূপ ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ»

"লোকেরা রমযানের চাঁদ অন্বেষণ করছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। অতঃপর তিনি নিজেও সাওম রাখলেন এবং লোকদেরকেও রমযানের সাওম পালনের নির্দেশ দিলেন।"[৭]

দ্বিতীয় বিষয়:

চাঁদ দেখা না গেলে রমযান মাস সাব্যস্ত হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে পূর্ববর্তী শাবান মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

৬. তিরমিযী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ৬৯১; আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৩৪০।

৭. আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৩৪২।

«فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»

"যদি (আকাশ) ঢেকে থাকে তাহলে তোমরা গণনা কর।"[৮]

আর غُمَّ عَلَيْكُمْ এর অর্থ, শাবান মাসের ত্রিশতম রাত্রিতে কোনো বস্তু আকাশকে ঢেকে রাখার কারণে যদি চাঁদ দেখা না যায় তাহলে তোমরা শাবান মাসকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ করে গণনা কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ মর্মে বর্ণিত একটি হাদীস বিষয়টিকে খোলাসা করছে,

«فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»

"যদি (আকাশ কিছুতে) ঢেকে থাকে তাহলে তোমরা মাসের গণনাকে ত্রিশ দিনে পূর্ণ কর।"[৯] এর অর্থ হচ্ছে, সন্দেহের দিনে সাওম রাখা হারাম।

আম্মার ইবন ইয়াসীর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

"সন্দেহের দিনে যে ব্যক্তি সাওম পালন করল সে প্রকারান্তরে আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অমান্য করল।"[১০]

সুতরাং সিয়ামসহ যাবতীয় ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে আগত বিষয়াদির ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা স্পষ্টরূপে দেখতে পেয়েছি,

---

৮. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ১৯০০, ১৯০৬; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১০৮০; নাসায়ী, আস-সুনান, হাদীস নং ২১২০-২২; ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ১৬৫৪।

৯. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ১৯০৭; মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১০৮৮; নাসায়ী, আস-সুনান, হাদীস নং ২১২৪, ২১২৫।

১০. আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৩৩৪; তিরমিযী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ৬৮৬; নাসায়ী, আস-সুনান, হাদীস নং ২১৮৮; ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ১৬৪৫; দারেমী, আস-সুনান, হাদীস নং ১৭২৪।

আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের আগমন নিশ্চিতকারী দু'টো নিদর্শন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা সাধারণ-বিশিষ্ট সকল শ্রেণির মানুষই অনুধাবন করতে সক্ষম। চাঁদ দেখা কিংবা শাবান মাসকে ত্রিশ দিন পূর্ণ করে গণনা করা। এখন কেউ যদি আল্লাহ বা তাঁর রাসূল নির্ধারিত পন্থা ব্যতীত রমযান নির্ধারণী নতুন কোনো পন্থা উদ্ভাবন করে সাওম পালন শুরু করে, তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করল (এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বিধিবদ্ধ করেছেন তাতে অতিরিক্ত করল)। যেমন, কেউ প্রস্তাব পেশ করল যে, রমযান মাসের সূচনা সংক্রান্ত বিষয়ে চাঁদ দেখা বা মাসের গণনা বহু পুরাতন পন্থা। এখন থেকে এগুলো বাদ দিয়ে বিজ্ঞান সম্মতভাবে সৌর-হিসাব অনুযায়ী নির্ধারণ করে আমল করতে হবে। এসব কথায় গুরুত্ব দেয়া যাবে না। কারণ রমযানের সিয়াম একটি ইবাদত, তার নিয়ম-নীতি শরী'আতের পক্ষ হতে নির্ধারিত। ফলে এক্ষেত্রে শরী'আত নির্ধারিত পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে। অন্যথা হলে শরী'আত অপরিবর্তিত থাকবে না। তাছাড়া এটি একটি সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয় যা সর্বসাধারণের পক্ষে বুঝা খুব কঠিন।[১১] তাছাড়া যন্ত্রের

১১. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি কিছু লোক সম্বন্ধে জানি, তারা নিজেদের সাওম ও অন্যান্য মাসের ক্ষেত্রে গণনাকারী যন্ত্র ও এ জাতীয় যন্ত্রবিদদের অজ্ঞতাপ্রসূত কথা 'চাঁদ দেখা যাক বা না যাক'-এর ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এমনকি কতিপয় বিচারক সম্পর্কেও আমার নিকট খবর পৌঁছেছে, তারা নাকি অজ্ঞ-অবাস্তব-ভুলে ভরপুর গণকযন্ত্র 'চাঁদ দেখা যাক বা না যাক' জাতীয় ম্যাসেজের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদেলের কথা রদ করে দিয়েছে। ব্যাপারটি যদি সত্যি হয় তাহলে তাদের এ কাজটি ঠিক সে ব্যক্তির মতোই হলো যে হক আসার পর তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।
তিনি আরও বলেন, দীন ইসলামের অলঙ্ঘনীয় বিধান সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি; সিয়াম, হজ, ইদ্দত, ঈলা সহ যেসব আমল চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত সেসব আমল চাঁদ না দেখে গণকযন্ত্র জাতীয় যন্ত্রের ম্যাসেজ 'চাঁদ দেখা যাক বা না যাক'-এর ওপর নির্ভর করা বৈধ নয়। এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি বিদ্যমান। এ ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমাও হয়েছে। পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কারো কোনো দ্বিমত পাওয়া যায়নি। [মাজমূউল ফাতাওয়া (২৫/১৩১-১৩২)]

ওপর নির্ভর করার মধ্যে উম্মতের কষ্ট ও অসুবিধা বিদ্যমান। আর আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج: ٧٨]

"তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।" [সূরা আল-হজ্জ: ৭৮]

সুতরাং সাওম, চাঁদ দেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলিমদের ওপর দায়িত্ব হচ্ছে, শরী'আতের অন্যান্য বিষয়ের মতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক মনোনীত নিয়ম-নীতির ওপর নির্ভর করা। নেককাজ ও তাক্ওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে। আর আল্লাহ তাওফীকদাতা।

তৃতীয় পাঠ

মাহে রমযানের ফযীলত

اَلحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ..

وَبَعْدُ:

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর।

অতঃপর....

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রমযান মাসকে বহুবিধ ফযীলতের জন্য নির্বাচিত করেছেন। অনেক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তিনি রমযানকে বিশেষ স্বাতন্ত্র দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

[البقرة: ١٨٥]

"রমযান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।" [সূরা আল-বাকারা: ১৮৫]

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে কারীমায় রমযান মাসের দুটি মহান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন:

প্রথম বৈশিষ্ট্য:

মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে হিদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়েছে আল-কুরআন। এ মহান কিতাবের মাধ্যমে মানবজাতিকে হক ও বাতিল পরিদৃষ্ট করানো হয়েছে। তাতে রয়েছে মানবজাতির উপকারিতা ও কল্যাণ। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতার সঠিক দিক-নির্দেশনা।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য:

উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ওপর বহু ফযীলতপূর্ণ সাওমের মতো মহা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আবশ্যিক করা হয়েছে এ মাসেই। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেন,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: ١٨٥]

"কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।" [সূরা আল-বাকারা: ১৮৫]

রমযানের সিয়াম ইসলামের অন্যতম একটি রোকন। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধান। যে ব্যক্তি এ বিধান অস্বীকার করবে সে কাফের বলে বিবেচিত হবে। যে ব্যক্তি সুস্থ ও মুকিম তথা নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী হবে সে ব্যক্তির ওপর এ মাসের সিয়াম পালন করা আবশ্যিক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: ١٨٥]

"কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।" [সূরা আল-বাকারা: ১৮৫]

আর যে ব্যক্তি সফরে থাকে অথবা অসুস্থ হবে সে ব্যক্তির ওপর অন্য মাসে তা পালন করা আবশ্যিক।